গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন
পুরাতন বিমান বন্দর ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বিজ্ঞাপন

নথি নং-৮০.২০০.০৪৬.০০.০০.০৪২.২০১১-১১৯৯

তারিখ: ২৬/০১/২০১১খ্রি:

৩১তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১১

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নিম্নলিখিত ক্যাডারের শূন্য পদসমূহ প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে:

(ক) সাধারণ ক্যাডারসমূহ/ক্যাডারের পদসমূহ:

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	বিসিএস (প্রশাসন)	সহকারী কমিশনার	২৪০	স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা এইচএসসি পরীক্ষা পাসের পর ৪ (চার) বছর মেয়াদী শিক্ষা সমাপনী ডিগ্রি অথবা সমমানের ডিগ্রি। তবে কোন প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে একাধিক ৩য় বিভাগ/শ্রেণী থাকলে তিনি যোগ্য বিবেচিত হবেন না।
২.	বিসিএস (পররাষ্ট্র)	সহকারী সচিব	১৮	-ঐ-
৩.	বিসিএস (পুলিশ)	সহকারী পুলিশ সুপার	২৯	-ঐ-
৪.	বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	সহকারী মহা-হিসাবরক্ষক	০৫	-ঐ-
৫.	বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী)	সহকারী কমিশনার (শুল্ক ও আবগারী)	৯৮	-ঐ-
৬.	বিসিএস (সমবায়)	সহকারী নিবন্ধক	০৪	-ঐ-
৭.	বিসিএস (ইকনমিক)	সহকারী প্রধান	৩৫	-ঐ-
৮.	বিসিএস (খাদ্য), সাধারণ	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদ	০২	-ঐ-
৯.	বিসিএস (তথ্য), সাধারণ	(ক) সহকারী পরিচালক/তথ্য অফিসার/ গবেষণা কর্মকর্তা/ সমমানের পদ	১৪	-ঐ-
		(খ) সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম)	৩৪	-ঐ-
১০.	বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)	পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	৫৪	-ঐ-
১১.	বিসিএস (ডাক)	সহকারী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল	০৮	-ঐ-
১২.	বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	সহকারী ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট	০৭	-ঐ-
১৩.	বিসিএস (কর)	সহকারী কর কমিশনার	৫০	-ঐ-
	সাধারণ ক্যাডারসমূহের মোট পদের সংখ্যা=		৫৯৮	

(খ) প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারসমূহ/ক্যাডারের প্রফেশনাল পদসমূহ:

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	বিসিএস (কৃষি)	কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	২২০	কৃষি বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি।
২.	বিসিএস (মৎস্য)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	১৫	মৎস্য বিষয়ে অনার্সসহ ডিগ্রি।
৩.	বিসিএস (খাদ্য)	সহ: রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমানের পদ	০২	কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্রকৌশলে ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি।
৪.	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	সহকারী সার্জন	৪৫	এমবিবিএস অথবা এর সমমানের ডিগ্রি।
		সহকারী ডেন্টাল সার্জন	৫৫	বিডিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।
৫.	বিসিএস (তথ্য)	সহকারী বেতার প্রকৌশলী	০৬	কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফলিত পদার্থ বিদ্যা বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা উক্ত বিষয়ে ৪ (চার) বছরের দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি অথবা ইলেকট্রিক্যাল অথবা ইলেকট্রনিক্স অথবা মাইক্রোওয়েভ-এ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
৬.	বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)	(১) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩২	পুরকৌশলে ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা এএমআইই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।
		(২) সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	০৪	যন্ত্রকৌশলে ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা এএমআইই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।
৭.	বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	(১) সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী	২০	পুরকৌশলে ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা এএমআইই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।
		(২) সহকারী যন্ত্র প্রকৌশলী	১১	যন্ত্রকৌশলে ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা এএমআইই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।
		(৩) সহকারী সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী	০৩	তড়িৎ প্রকৌশলে ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা এএমআইই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।
		(৪) সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী	০৩	তড়িৎ প্রকৌশলে ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা এএমআইই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।
		(৫) সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক	০৪	পুরকৌশল, তড়িৎ প্রকৌশল অথবা যন্ত্রকৌশলে ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা এএমআইই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।
৮.	বিসিএস (গণপূর্ত)	(১) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	২৪	পুরকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা এএমআইই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।
		(২) সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)	০৪	তড়িৎকৌশল/যন্ত্রকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। অথবা এএমআইই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।
৯.	বিসিএস (পরিসংখ্যান)	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১৬	স্নাতক পর্যায়ে অর্থনীতি অথবা পরিসংখ্যানসহ পরিসংখ্যান অথবা অর্থনীতি অথবা গণিতে প্রথম শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা বাণিজ্য বিভাগের যে কোন শাখায় অথবা সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে সমমানের ডিগ্রি অথবা উল্লিখিত যে কোন একটি বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদী দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি।
১০.	বিসিএস (পশুসম্পদ)	(১) ভেটেরিনারী সার্জন/বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/প্রভাষক	৭০	দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিভিএম (ডক্টর অব ভেটেরিনারী মেডিসিন) ডিগ্রিসহ রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারী প্রাকটিশনার হতে হবে। অথবা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং পশুপালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিএসসি ডিগ্রি।
১১.	বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)	সহকারী প্রকৌশলী	১০	পুরকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা এএমআইই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।
১২.	বিসিএস (বন)	সহকারী বন সংরক্ষক	০৯	পদার্থ বিজ্ঞান অথবা রসায়ন অথবা উদ্ভিদ বিজ্ঞান অথবা প্রাণী বিজ্ঞান অথবা মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে ১ম শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা ২য় শ্রেণীর অনার্সসহ ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা উল্লিখিত বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদী ২য় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি অথবা বনবিদ্যা বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি।
১৩.	বিসিএস (সমবায়)	পরিসংখ্যানবিদ	০১	পরিসংখ্যান অথবা অর্থনীতি অথবা গণিত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা উল্লিখিত বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদী দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি।
	প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের মোট পদ =		৫৫৪	

১৪.	**বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ঃ**				
	(ক) (সরকারি সাধারণ কলেজসমূহের জন্য)	১.	প্রভাষক (বাংলা)	০৩	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি। অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদী ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
		২.	প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	৬০	- ঐ -
		৩.	প্রভাষক (প্রাণীবিদ্যা)	৫৫	- ঐ -
		৪.	প্রভাষক (ইংরেজি)	৯৬	- ঐ -
		৫.	প্রভাষক (অর্থনীতি)	৩৪	- ঐ -
		৬.	প্রভাষক (দর্শন)	১১০	- ঐ -
		৭.	প্রভাষক (ইতিহাস)	৪০	- ঐ -
		৮.	প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	১১৭	- ঐ -
		৯.	প্রভাষক (সমাজ বিজ্ঞান)	৩৮	- ঐ -
		১০.	প্রভাষক (সমাজ কল্যাণ)	৫৬	- ঐ -
		১১.	প্রভাষক (আরবী ও ইসলামী শিক্ষা)	০১	- ঐ -
		১২.	প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা)	২৪	- ঐ -
		১৩.	প্রভাষক (রসায়ন)	৫১	- ঐ -
		১৪.	প্রভাষক (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)	১৩	- ঐ -
		১৫.	প্রভাষক (কৃষি বিজ্ঞান)	০৫	- ঐ -
		১৬.	প্রভাষক (ভূগোল)	১৬	- ঐ -
		১৭.	প্রভাষক (মনোবিজ্ঞান)	০১	- ঐ -
		১৮.	প্রভাষক (হিসাব বিজ্ঞান)	৬৯	- ঐ -
		১৯.	প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)	১১৮	- ঐ -
		২০.	প্রভাষক (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	০৬	- ঐ -
		২১.	প্রভাষক (মার্কেটিং)	০৮	- ঐ -
		২২.	প্রভাষক (মৃত্তিকা বিজ্ঞান)	০৮	- ঐ -
		২৩.	প্রভাষক (ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং)	০২	- ঐ -
		২৪.	প্রভাষক (পালি)	০২	- ঐ -
		২৫.	প্রভাষক (ফিকাহ)	০২	- ঐ -
		২৬.	প্রভাষক (আকাইদ)	০১	- ঐ -
		২৭.	প্রভাষক (সংগীতের ইতিহাস)	০১	- ঐ -
		২৮.	প্রভাষক (ইথিক্স)	০৪	- ঐ -
			মোট =	৯৪১	
	(খ) (শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহের জন্য)	১.	প্রভাষক (বাংলা)	০২	বাংলা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদী ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।
		২.	প্রভাষক (কৃষি বিজ্ঞান)	০১	কৃষি বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদী ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।
		৩.	প্রভাষক (শিক্ষা)	১১	দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স অব এডুকেশন/দ্বিতীয় শ্রেণীর এমএইন এডুকেশন অথবা ৪ বছর মেয়াদী ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর বিএড (সম্মান) ডিগ্রি।
		৪.	প্রভাষক (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান)	০১	লাইব্রেরী সাইন্স বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদী ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।

সরকারি সাধারণ কলেজ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহের মোট শূন্য পদের সংখ্যা (৯৪১+১৫)	**= ৯৫৬**
প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারসমূহের মোট শূন্য পদের সংখ্যা (৯৫৬+৫৫৪)	**= ১৫১০**
সাধারণ ও প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের সর্বমোট শূন্য পদের সংখ্যা (৫৯৮+১৫১০)	**= ২১০৮**

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

(ক) নতুন পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি, কর্মকর্তার অবসর গ্রহণ, মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণ ইত্যাদি জনিত কারণে উপরে উল্লেখিত যে কোন ক্যাডারের পদের সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে। অলঙ্ঘনীয় প্রশাসনিক বা আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে শূন্য পদসংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে।

(খ) কোন প্রার্থী বিদেশ হতে অর্জিত তাঁর কোন ডিগ্রিকে উপরে উল্লিখিত বিসিএস ক্যাডারের পদসমূহের পার্শ্বে বর্ণিত কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমানের বলে দাবী করলে তাঁকে সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত বিপিএসসি ফর্ম-২ এর সঙ্গে জমা দিতে হবে। ইকুইভ্যালেন্স সনদের জন্য প্রকৌশল বিষয়ের ডিগ্রিধারীদেরকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সঙ্গে, মেডিকেল ডিগ্রিধারীদেরকে বিএমডিসি'র সঙ্গে এবং সাধারণ বিষয়ে ডিগ্রিধারীদেরকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উক্ত সনদের মূলকপি মৌখিক পরীক্ষার আগে সাক্ষাৎকার বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে। তাঁরা ইতোমধ্যে প্রাপ্ত ডিগ্রি সনদ বিপিএসসি ফর্ম-১ এর সাথে জমা দিবেন।

(গ) যদি কোন প্রার্থী এমন কোন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন যা চাহিদাকৃত শ্রেণী/বিভাগসহ পাস করলে তিনি ৩১তম বিসিএস পরীক্ষা দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং যদি তার ঐ পরীক্ষার ফলাফল ৩১তম বিসিএস এর আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত না হয় তাহলে তিনি আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন, তবে তা সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হবে। কেবল সে প্রার্থীকেই অবতীর্ণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে যার স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল লিখিত পরীক্ষা ৩১তম বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ ২৮-২-২০১১ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে। সে মর্মে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় চেয়ারম্যান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি বিপিএসসি ফর্ম-১ এর সাথে দাখিল করবেন। **স্নাতক/স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ বিহীন অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।** বিসিএস এর মৌখিক পরীক্ষার সময় উক্ত পরীক্ষা পাসের প্রমাণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল/সাময়িক সার্টিফিকেট এবং অবতীর্ণ হওয়ার প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি কমিশনে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না এবং প্রার্থিতাও বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ঘ) চাকুরী হতে অপসারিত (Removed) হয়েছেন অথবা চাকুরীতে ইস্তফা দিয়েছেন এমন প্রার্থীরাও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
তবে এসব প্রার্থীকে তাদের লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত বিপিএসসি ফর্ম-২ এর সাথে চাকুরী হতে অপসারণের আদেশের বা ইস্তফা পত্র গৃহীত হয়েছে মর্মে এরূপ আদেশের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

২। **আবেদনপত্র (বিপিএসসি ফর্ম-১) জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় ঃ ২৮-০২-২০১১ তারিখ সোমবার বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত। এর পরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।**

৩। **বয়সসীমা ০১ জানুয়ারি ২০১১খ্রিঃ তারিখে বয়সঃ**

(ক) মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য সকল ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য ২১ হতে ৩০ বৎসর (জন্ম তারিখ সর্বনিম্ন ০২-০১-১৯৯০ সর্বোচ্চ ০২-০১-১৯৮১ পর্যন্ত)।

(খ) মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য ২১ হতে ৩২ বৎসর (জন্ম তারিখ সর্বনিম্ন ০২-০১-১৯৯০ সর্বোচ্চ ০২-০১-১৯৭৯ পর্যন্ত)।

(গ) বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের শুধুমাত্র উপজাতীয় প্রার্থীদের বেলায় ২১ হতে ৩২ বৎসর (জন্ম তারিখ সর্বনিম্ন ০২-০১-১৯৯০ সর্বোচ্চ ০২-০১-১৯৭৯ পর্যন্ত)।
প্রার্থীর বয়স কম বা বেশী হলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

(ঘ) বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কোন পদে বিরতিহীনভাবে এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এডহক নিয়োগের সময় তাঁরা যদি উর্ধ্বতম বয়সসীমা অতিক্রম না করে থাকেন তাহলে কেবল সেই পদের জন্য তাঁদের উর্ধ্বতম বয়সসীমা শিথিলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যে সকল প্রার্থী বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কোন পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত নন তাঁদের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতম বয়সসীমা শিথিলযোগ্য নয়।

(ঙ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৬-১-২০১১ তারিখের ০৫.১৭০.০২২.০৭.০১.১২৪.২০১০-২৬ নং সার্কুলার অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা এবং উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী পাওয়া না গেলে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যাগণ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বিবেচিত হবে।

৪। **জাতীয়তা ঃ-**

(ক) প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

(খ) যে সকল প্রার্থী কোন অ-বাংলাদেশী নাগরিককে বিবাহ করেছেন অথবা বিবাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন সে সকল প্রার্থী সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৫। **বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র :**

বিসিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত আবেদনপত্র দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ শেষে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রিলিমিনারী টেস্টে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের শুধুমাত্র কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত Computer (OMR) Readable বিপিএসসি ফর্ম-১ এ আবেদন করতে হবে। প্রিলিমিনারী টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরবর্তীতে কোন প্রকার ফি ছাড়া বিপিএসসি পর্ম-২ প্রদান করা হবে। প্রিলিমিনারী টেস্টের জন্য সংগৃহীতব্য বিপিএসসি ফর্ম-১ এর তিনটি অংশ রয়েছে : প্রথম অংশ-তথ্য সম্বলিত, দ্বিতীয় অংশ-পরিচিতি প্রতিপাদন এবং তৃতীয় অংশ-প্রবেশপত্র।

(ক) প্রথম অংশ- তথ্য সম্বলিত : তথ্য সম্বলিত প্রথম অংশের ২নং অনুচ্ছেদে Registration Number-এর ঘরের উপরের ফাঁকা অংশে প্রিন্টেড রেজিঃ নম্বরটি প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর হিসেবে গণ্য হবে। একই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ফর্মের দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ পরিচিতি প্রতিপাদন (Proof of identity) এবং তৃতীয় অংশে অর্থাৎ প্রবেশপত্রে উল্লেখ থাকবে। প্রার্থী ফর্মের প্রথম অংশের উভয় পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদ 1-13 (অনুচ্ছেদ-২-এর Registration Number- এবং অনুচ্ছেদ-৩ -এর Exam. Centre-এর সংশ্লিষ্ট বৃত্ত মুদ্রিত/পূরণ করা থাকবে) এর সকল তথ্য বিপিএসসি ফর্ম-১ এর সাথে সরবরাহকৃত বিপিএসসি ফর্ম-১ পূরণের নির্দেশাবলীতে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী কাল কালির বলপয়েন্ট কলম দিয়ে যথাযথভাবে পূরণ করে অংগীকারনামার নীচে যথাস্থানে স্বাক্ষর করবেন। স্বাক্ষর না করলে আবেদনপত্র বাতিল হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিপিএসসি ফর্ম-১ এর প্রথম অংশের সাথে কোন কাগজপত্র/ডকুমেন্ট ষ্ট্যাপল বা সংযুক্ত করা যাবে না। করলে আবেদনপত্রটি বাতিল হবে।

(খ) দ্বিতীয় অংশ-পরিচিতি প্রতিপাদন (Proof of identity) : দ্বিতীয় অংশে পরিচিতি প্রতিপাদনের উপরে ডানদিকের কোনায় রেজিঃ নম্বর ও পরীক্ষা কেন্দ্র মুদ্রিত থাকবে। এই অংশে প্রার্থী সকল তথ্য কাল কালির বলপয়েন্ট কলম দিয়ে পূরণ করবেন। নির্ধারিত স্থানে আঠা দিয়ে পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি সত্যায়িত ছবি লাগাবেন। পরিচিতি প্রতিপাদনের নির্দেশিত স্থানে প্রার্থী ট্রেজারী চালান নম্বর লিখবেন এবং ট্রেজারী চালান এর মূলকপি ও আবেদনপত্র ক্রয় রসিদের সত্যায়িত কপি ষ্ট্যাপলার দিয়ে লাগাবেন এবং নিচে নির্ধারিত স্থানে প্রথম অংশের অনুরূপ স্বাক্ষর করবেন।

(গ) **তৃতীয় অংশ-প্রবেশপত্র** : প্রথম অংশে এবং দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত একই রেজিঃ নম্বর এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম প্রবেশপত্রের ডান দিকে কোনায় মুদ্রিত থাকবে। প্রবেশপত্রের নির্ধারিত সকল তথ্য প্রার্থী কাল কালির বলপয়েন্ট কলম দিয়ে পূরণ করবেন। নির্ধারিত স্থানে প্রার্থী তার পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি লাগাতে হবে এবং ছবির উপর সত্যায়ন করতে হবে। ডান দিকে নিচের নির্ধারিত স্থানে প্রার্থী অবশ্যই ফর্মের প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের স্বাক্ষরের অনুরূপ স্বাক্ষর করবেন। আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময় প্রার্থী পরিচিতি প্রতিপাদনের নির্ধারিত স্থানে প্রাপ্তি স্বীকারমূলক স্বাক্ষর প্রদান করে প্রবেশপত্র গ্রহণ করবেন। প্রবেশপত্রটি প্রিলিমিনারী টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রদর্শন করতে হবে। প্রবেশপত্র ছাড়া কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না। উল্লেখ্য, **বিশেষ বিবেচনায় অনিবার্য কারণ ছাড়া কমিশন হতে কোন ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র প্রদান করা হবে না; কাজেই প্রার্থী সযত্নে প্রবেশপত্রটি সংরক্ষণ করবেন।**

৬। **আবেদনপত্র (বিপিএসসি ফর্ম-১) ও অন্যান্য ফর্ম প্রাপ্তি স্থান :**

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য ভিন্ন রেঞ্জের রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং শীর্ষ অংশে ভিন্ন রং সম্বলিত Computer (OMR) Readable বিপিএসসি ফর্ম-১ মুদ্রণ করা হয়েছে।

কেন্দ্রভিত্তিক আবেদনপত্রের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের রেঞ্জ এবং ফর্মের শীর্ষ অংশের রং নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

কেন্দ্র	রেজিঃ নম্বরের রেঞ্জ	ফর্মের শীর্ষ অংশের রং
(ক) ঢাকা	000001 - 2,00,000	সবুজ (Green)
(খ) রাজশাহী	2,00001 - 3,00,000	হলুদ (Yellow)
(গ) চট্টগ্রাম	3,00001 - 4,00,000	গোলাপী (Pink)
(ঘ) খুলনা	4,00001 - 5,00,000	নীল (Blue)
(ঙ) বরিশাল	5,00001 - 6,00,000	বেগুনী (Violet)
(চ) সিলেট	6,00001 - 7,00,000	কমলা (Orange)

প্রার্থী যে কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাকে উক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ফর্ম সোনালী ব্যাংকের নিম্নোক্ত কেন্দ্র ভিত্তিক শাখা থেকে ক্রয় করতে হবে। অর্থাৎ কোন প্রার্থী ঢাকা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হলে তাকে সোনালী ব্যাংকের শাখা হতে ঢাকা কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত ফর্ম ক্রয় করতে হবে। বিপিএসসি ফর্ম-১ এবং বিপিএসসি ফর্ম-১ পূরণের নির্দেশাবলী নগদ ২০০ (দুইশত) টাকার বিনিময়ে ৩১ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে ব্যাংক খোলা থাকা সাপেক্ষে *(রবিবার হতে বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত)* সংগ্রহ করা যাবে। ক্রয়ের তারিখ থেকেই আবেদনপত্র জমা দেয়া যাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যাংক থেকে কোন সিলেবাস প্রদান করা হবে না। বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার বিষয় ভিত্তিক সিলেবাস কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট-এ পাওয়া যাবে। প্রিলিমিনারী টেষ্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ ওয়েবসাইট থেকে তাদের সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক এবং পদসংশ্লিষ্ট (Job Related) বিষয়ের সিলেবাস ডাউনলোড করতে পারবেন।

(ক) **ঢাকা কেন্দ্রের আবেদনপত্র প্রাপ্তি স্থান ঃ**
- (১) সোনালী ব্যাংক লিঃ, সদরঘাট শাখা
- (২) সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা শাখা
- (৩) সোনালী ব্যাংক লিঃ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শাখা
- (৪) সোনালী ব্যাংক লিঃ, মালিবাগ শাখা
- (৫) সোনালী ব্যাংক লিঃ, ফার্মগেট শাখা
- (৬) সোনালী ব্যাংক লিঃ, গ্রীনরোড শাখা
- (৭) সোনালী ব্যাংক লিঃ, ময়মনসিংহ শাখা
- (৮) সোনালী ব্যাংক লিঃ, জামালপুর শাখা
- (৯) সোনালী ব্যাংক লিঃ, টাংগাইল শাখা
- (১০) সোনালী ব্যাংক লিঃ, ফরিদপুর শাখা

(খ) **রাজশাহী কেন্দ্রের আবেদনপত্র প্রাপ্তি স্থান ঃ**
- (১) সোনালী ব্যাংক লিঃ, কোর্ট বিল্ডিং শাখা, রাজশাহী
- (২) সোনালী ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী প্রধান শাখা
- (৩) সোনালী ব্যাংক লিঃ, বগুড়া শাখা
- (৪) সোনালী ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা
- (৫) সোনালী ব্যাংক লিঃ, রংপুর শাখা
- (৬) সোনালী ব্যাংক লিঃ, দিনাজপুর শাখা

(গ) **চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আবেদনপত্র প্রাপ্তি স্থান ঃ**
- (১) সোনালী ব্যাংক লিঃ, পাঁচলাইশ শাখা
- (২) সোনালী ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ শাখা
- (৩) সোনালী ব্যাংক লিঃ, কুমিল্লা শাখা
- (৪) সোনালী ব্যাংক লিঃ, নোয়াখালী (মাইজদি কোর্ট) শাখা
- (৫) সোনালী ব্যাংক লিঃ, রাঙ্গামাটি শাখা
- (৬) সোনালী ব্যাংক লিঃ, বান্দরবান শাখা

(ঘ) **খুলনা কেন্দ্রের আবেদনপত্র প্রাপ্তি স্থান ঃ**
- (১) সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, খুলনা
- (২) সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাষ্টমস হাউস শাখা, খুলনা
- (৩) সোনালী ব্যাংক লিঃ, যশোর শাখা
- (৪) সোনালী ব্যাংক লিঃ, কুষ্টিয়া শাখা

(ঙ) **বরিশাল কেন্দ্রের আবেদনপত্র প্রাপ্তি স্থান ঃ**
- (১) সোনালী ব্যাংক লিঃ, বরিশাল শাখা
- (২) সোনালী ব্যাংক লিঃ, পটুয়াখালী শাখা

(চ) **সিলেট কেন্দ্রের আবেদনপত্র প্রাপ্তি স্থান ঃ**
- (১) সোনালী ব্যাংক লিঃ, সিলেট শাখা
- (২) সোনালী ব্যাংক লিঃ, দরগাহ গেট কর্পোরেট শাখা

(৭) ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল এবং সিলেট কেন্দ্রের ফর্ম কেবলমাত্র ঢাকাস্থ সোনালী ব্যাংক লিঃ, গ্রীণ রোড শাখায় পাওয়া যাবে।

৭। আবেদনপত্র পূরণ ঃ

আবেদনপত্রের (বিপিএসসি ফর্ম-১) যাবতীয় অংশ অবশ্যই কাল কালির বলপয়েন্ট কলম দিয়ে নিজ হাতে পূরণ করতঃ স্বাক্ষর করতে হবে। যেহেতু বিপিএসসি ফর্ম-১ কম্পিউটার দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে সেহেতু বিজ্ঞাপিত শর্ত এবং বিপিএসসি ফর্ম-১ এর সাথে সরবরাহকৃত বিপিএসসি ফর্ম-১ পূরণের নির্দেশাবলীতে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সাবধানতার সংগে ফার্মটি পূরণ করতে হবে। আবেদনপত্র (বিপিএসসি ফর্ম-১) যথাযথভাবে পূরণ না করলে, ফর্মে প্রদত্ত তথ্য সঠিক না হলে এবং আবেদনপত্রের (বিপিএসসি ফর্ম-১) যথাস্থানে প্রার্থীর স্বাক্ষর না থাকলে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

আবেদনপত্র বিপিএসসি ফর্ম-১ এর সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র/ডকুমেন্টস জমা দিতে হবেঃ

(১) পরীক্ষার ফি জমাদানের প্রমাণস্বরূপ নির্ধারিত ব্যাংকের (সোনালী ব্যাংক/বাংলাদেশ ব্যাংক) ট্রেজারী চালানের মূলকপি;

(২) সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখার নাম এবং ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র ক্রয় রশিদ এর সত্যায়িত কপি; **(মূল কপি প্রার্থী অতীব সাবধানতার সাথে সংরক্ষণ করবেন, যা মৌখিক পরীক্ষার সময় অবশ্যই দাখিল করতে হবে)**

(৩) বয়স প্রমাণের জন্য শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত কপি। 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল করা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্ম তারিখ সম্বলিত দালিলিক প্রমাণ। বয়স প্রমাণের জন্য এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না;

(৪) শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের জন্য প্রযোজ্য সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত মূল/সাময়িক সার্টিফিকেট অথবা ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রামাণ্য দলিলের (অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র) সত্যায়িত কপি;
চার বছর মেয়াদী স্নাতক/স্নাতক সম্মান ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের জমাকৃত সনদ/মার্কশীট/টেস্টিমোনিয়াল-এ যদি ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক/স্নাতক সম্মান উল্লেখ না থাকে তবে অর্জিত ডিগ্রি ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক/স্নাতক সম্মান মর্মে বিভাগীয় প্রধান/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাদের অর্জিত ডিগ্রি ৩ বছর মেয়াদী হিসাবে গণ্য করা হবে।

(৫) প্রার্থী উপজাতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রাপ্ত সনদের সত্যায়িত ফটোকপি;

(৬) (ক) প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তযোদ্ধার সন্তান হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ২৬/০২/০২ তারিখের মুঃবিঃমঃ/সনদ-১/প্র-১/২০০২/২ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইস্যুকৃত সনদপত্রের সত্যায়িত কপি;

(খ) ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি;

(গ) মুক্তিযোদ্ধা সনদ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করা হবে। তবে মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থী কর্তৃক অবশ্যই মূল সনদ উপস্থাপন করতে হবে; এবং উক্ত সনদের একটি সত্যায়িত কপি কমিশনের জমা দিতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা/উপজাতীয় প্রার্থী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সঠিক সনদপত্র উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে মুক্তিযোদ্ধা/উপজাতীয় প্রার্থী হিসেবে প্রার্থিতা বাতিল হবে। তবে বয়স সাধারণ প্রার্থীদের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকলে চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে আবেদনকারী একজন সাধারণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

(ক) বিপিএসসি ফর্ম-১ এর প্রথম অংশের নীচে পারফোরেটেড স্থানে নির্দেশ অনুযায়ী ভাঁজ করে ন্যূনতম ৯˝/১২˝ সাইজের ইনভেলাপে ভরে আবেদনপত্র (বিপিএসসি ফর্ম-১) জমা দিতে হবে।

(খ) বিজ্ঞাপনের উপরিউক্ত অনুচ্ছেদ ৭ এর ক্রমিক (১) এবং (২) তে উল্লিখিত চালান এর মূলকপি ও ক্রয় রসিদের সত্যায়িত কপি বিপিএসসি ফর্ম-১ এর দ্বিতীয় অংশে পরিচিতি প্রতিপাদনের নির্দেশিত স্থানে ষ্ট্যাপল করতে হবে।

(গ) অনুচ্ছেদ ৭ এর ক্রমিক (৩) থেকে (৬) তে উল্লিখিত সনদ/ডকুমেন্টসমূহের উপরে প্রার্থীর প্রবেশপত্রে উল্লিখিত রেজিঃ নম্বর এবং কেন্দ্রের নাম লিখে আলাদাভাবে ষ্ট্যাপল করে বিপিএসসি ফর্ম-১ এর সাথে একই ইনভেলাপে ভরে জমা দিতে হবে। **কাগজপত্র/ডকুমেন্ট কোনভাবেই বিপিএসসি ফর্ম-১ এর সাথে ষ্ট্যাপল করা যাবে না।**

(ঘ) জেলা প্রশাসকের দফতরে আবেদনপত্র জমাদানের সময় ইনভেলাপের ভিতর রক্ষিত বিপিএসসি ফর্ম-১ এবং আলাদাভাবে ষ্ট্যাপলকৃত উপরিউক্ত ডকুমেন্টসমূহ পরীক্ষা করে প্রার্থীকে প্রবেশপত্র প্রদান করা হবে। **কাজেই বিপিএসসি ফর্ম-১ ও কাগজপত্র সম্বলিত ইনভেলাপের মুখ খোলা থাকবে। কোনভাবেই ইনভেলাপের মুখ বন্ধ করা যাবে না।**

(ঙ) বিজ্ঞাপনের শর্ত এবং আবেদনপত্রের (বিপিএসসি ফর্ম-১) সাথে সরবরাহকৃত বিপিএসসি ফর্ম-১ পূরণের নির্দেশাবলী অনুযায়ী ফর্মটি সঠিকভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করা না হলে এবং ফর্মের সাথে উল্লিখিত ডকুমেন্ট/কাগজপত্র না থাকলে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ প্রার্থী যে কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক আবেদনপত্র সম্বলিত ইনভেলাপের উপরে ডান কোনায় সেই কেন্দ্রের নাম এবং প্রার্থীর প্রবেশপত্রে উল্লিখিত রেজিঃ নম্বর বড় অক্ষরে লিখতে হবে। প্রার্থী তার আবেদনপত্র যে জেলা প্রশাসকের দফতরে জমা দিবেন ইনভেলাপের উপরে সে জেলার প্রশাসকের দফতরের নাম লিখতে হবে। ইনভেলাপের উপরে ৩১তম বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র লিখতে হবে।

৮। **বিপিএসসি ফর্ম-২ প্রদানঃ** শুধুমাত্র প্রিলিমিনারী টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে বিপিএসসি ফর্ম-২ প্রদান করা হবে। প্রিলিমিনারী টেস্টের প্রবেশপত্র প্রদর্শন করে প্রার্থী পরবর্তীতে কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত স্থান থেকে বিপিএসসি ফর্ম-২ গ্রহণ করবেন। প্রার্থী বিপিএসসি ফর্ম-২ যথাযথভাবে পূরণ করে নিম্নোক্ত সনদ/ডকুমেন্টসহ কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে এবং স্থানে জমা দিবেনঃ

(১) বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি/শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি;

(২) সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরী থেকে ইস্তফাদানকারী অথবা অপসারিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইস্তফাপত্র গ্রহণ অথবা অপসারণ আদেশের সত্যায়িত কপি;

(৩) এই বিজ্ঞাপনের ৯(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিবর্তীত স্থায়ী ঠিকানার স্বপক্ষে প্রামান্য সনদের সত্যায়িত কপি;

(৪) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্রের সত্যায়িত কপি;

(৫) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত ফটোকপি। মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত কপির স্থলে মূল মার্কশীটের সত্যায়িত কপি এ শর্তে গ্রহণ করা হবে যে, মৌখিক পরীক্ষার সময় মূল/সাময়িক সনদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

(৬) প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় পাস করা যে সকল প্রার্থী বিপিএসসি ফর্ম-২ পূরণ করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জমা দিবেন না তাদের প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তারা লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(৭) বিপিএসসি ফর্ম-২ এর ডান দিকের উপরে রেজিঃ নম্বর লিখার নির্ধারিত স্থানের নীচে ব্যাংক রসিদের নম্বরের জন্য নির্ধারিত স্থানে ব্যাংক রসিদের নম্বরটি লিখতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বিপিএসসি ফরম-২ অনুপুঙ্খ যাচাই এর পর শুধুমাত্র ত্রুটিমুক্ত আবেদনপত্রের বিপরীতে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে। প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় পাস করা লিখিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা নয়।

৯। (ক) যে ক্যাডার বা যেসব ক্যাডারের জন্য প্রার্থী আবেদন করতে ইচ্ছুক সে ক্যাডার বা সেসব ক্যাডারের কোড নম্বর পছন্দের ক্রমানুযায়ী অবশ্যই বিপিএসসি ফর্ম-১ এর ১২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্রে (বিপিএসসি ফর্ম-১) কোন ক্যাডারের কোড নম্বর উল্লেখ না থাকলে আবেদনপত্র বাতিল হবে। আবেদনপত্রে (বিপিএসসি ফর্ম-১) ক্যাডার/ক্যাডার পদের যে পছন্দের উল্লেখ করা হবে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না এবং নতুন কোন ক্যাডার/ক্যাডার পদের নামও যোগ করা যাবে না। প্রিলিমিনারী টেস্টে উত্তীর্ণ হলে লিখিত পরীক্ষার জন্য কমিশন কর্তৃক যথাসময়ে বিনামূল্যে সরবরাহকৃত বিপিএসসি ফর্ম-২ এর ১৪নং অনুচ্ছেদে একই ক্রমানুযায়ী ক্যাডার পছন্দ প্রদান করতে হবে। **প্রার্থীকে নিজের সুবিধার্থে বিপিএসসি ফর্ম-১ এ উল্লেখিত চাকুরীর পছন্দক্রমের একটি ফটোকপি সযত্নে সংরক্ষণ করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।** বিপিএসসি ফর্ম-১ এর প্রথম অংশের ৫নং অনুচ্ছেদের ৪নং কলামে এবং পরিচিতি প্রতিপাদনের নির্ধারিত স্থানে উল্লিখিত স্থায়ী জেলা একই হতে হবে এবং উক্ত জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে তাঁকে চাকুরীতে মনোনয়নের জন্য বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে ভুল তথ্য প্রদানের জন্য মনোনয়ন বাতিল হবে। বিপিএসসি ফর্ম-১ এবং পরবর্তীতে প্রদত্ত বিপিএসসি ফর্ম-২ তে প্রদত্ত তথ্যে অমিল থাকলে বিপিএসসি ফর্ম-১ এর তথ্য সঠিক হিসাবে পরিগণিত হবে।

(খ) প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানা যদি ইতঃপূর্বে সার্টিফিকেট বা অন্যত্র উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্ন হয় কিংবা মহিলাগণের ক্ষেত্রে যদি স্বামীর ঠিকানা ব্যবহার করা হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রার্থীকে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌর চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/নোটারী পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত বিপিএসসি ফর্ম-২ এর সাথে জমা দিতে হবে।

১০। কমিশনের মুদ্রিত নির্ধারিত মূল ফর্মে অর্থাৎ বিপিএসসি ফর্ম-১-এ আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের ফটোকপি গ্রহণ করা হবে না।

১১। প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম এসএসসি অথবা সমমানের সনদে যেভাবে লিখা আছে আবেদনপত্রে সেভাবে লিখতে হবে।

১২। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল অথবা সাময়িক সনদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অবতীর্ন প্রার্থীদের অবতীর্ন প্রত্যায়নপত্র, সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় সরকার সংস্থায় চাকুরীরত প্রার্থীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র এবং সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আবেদনপত্র ক্রয়ের রসিত ইত্যাদির মূলকপি এবং সত্যায়িত ফটোকপি মৌখিত পরীক্ষার বোর্ডে দাখিল করতে হবে। অন্যথায় মৌখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

১৩। শুধুমাত্র নির্ধারিত পর্যায়ে গুরুতর **(Substantive)** ত্রুটি ধরা পড়লে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

১৪। পরীক্ষার ফিঃ

(ক) সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় এর অনুকূলে বিসিএস পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার ট্রেজারী চালান (বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের) এর মূলকপি বিপিএসসি ফর্ম-১ এর দ্বিতীয় অংশের পরিচিতি প্রতিপাদনের সাথে অবশ্যই সংযোজন করতে হবে। ট্রেজারী চালান-১/০৮০১/০০০০/২০৩১ কোড নম্বরে করতে হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য ব্যাংক ড্রাফ্‌ট/পে-অর্ডার গ্রহণযোগ্য হবে না।

(খ) ট্রেজারী চালান নম্বর বিপিএসসি ফর্ম-১ এর দ্বিতীয় অংশের পরিচিতি প্রতিপাদনের নির্ধারিত স্থানে লিখতে হবে। উক্ত নম্বর না লিখলে বা আবেদনপত্রের (বিপিএসসি ফর্ম-১) সাথে মূল চালান পাওয়া না গেলে, বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের ট্রেজারী চালান ব্যতীত পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা অন্য কোন ব্যাংকের পে-অর্ডার/ড্রাফ্‌ট জমা দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্ত ফি অফেরতযোগ্য। ভবিষ্যতে অন্য পরীক্ষার জন্য তা জমা রাখা যাবে না এবং এটি ফর্মের মূল্য বাবদ প্রদত্ত ২০০ (দুইশত) টাকার অতিরিক্ত।

(গ) প্রার্থীগণকে **BPSC Form-1** পূরণের নির্দেশাবলীর ১৭নং এবং ১৮নং পৃষ্ঠার **14**নং অনুচ্ছেদের (৩) (৪) নং ক্রমিক এবং **15**নং অনুচ্ছেদের (গ) নং ক্রমিকে উল্লিখিত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্‌ট শব্দগুলির পরিবর্তে শুধু ট্রেজারী চালান নং শব্দদ্বয় পড়তে হবে।

১৫। যেসব প্রার্থী ১৪মে, ১৯৮২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত নং এসআরও ১৪২-এল/ইডি/রিক্রুটমেন্ট/১-১৫/৮০, তারিখ ১১ মে, ১৯৮২-এর সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অনগ্রসর নাগরিক গোষ্ঠী (backward section of citizens)-এর অন্তর্ভুক্ত তাঁরা উপরের ১৪নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা ফি-এর পরিবর্তে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা ফি জমা দিতে পারবেন। এসব প্রার্থীকে তাঁদের দাবীর সমর্থনে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রাপ্ত এ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট-এর সত্যায়িত ফটোকপি বিপিএসসি ফর্ম-১ এর সাথে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। জেলা প্রশাসক ছাড়া অন্য কারও প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৬। **আবেদনপত্র জমাদানের স্থানঃ**

আবেদনপত্র ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকের দফতরে অথবা জেলা প্রশাসক কর্তৃক জেলা সদরের নির্ধারিত স্থানে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখের অফিস সময়ের মধ্যে অবশ্যই প্রার্থীকে নিজে অথবা তার মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে হাতে হাতে জমা দিতে হবে। তবে মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা এবং প্রবেশপত্র গ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে মনোনীত ব্যক্তির স্বাক্ষর সত্যায়িত করে একটি প্রত্যয়নপত্র দিতে হবে। শেষ তারিখের নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। বিপিএসসি ফর্ম-১ এর প্রথম অংশের নীচে এবং পরিচিতি প্রতিপাদনের উপরে পারফোরেটেড স্থানে নির্দেশ অনুযায়ী ভাঁজ করে বিজ্ঞাপনের ৭নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কাগজপত্র/ডকুমেন্টসহ ন্যূনতম ৯"^১২" সাইজের মুখ খোলা ইনভেলাপে ভরে জেলা প্রশাসকের দফতরে জমা দিতে হবে। কোনভাবেই ইনভেলাপের মুখ বন্ধ করা যাবে না কারণ জেলা প্রশাসকের দফতরে আবেদনপত্র গ্রহণের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা প্রার্থীর আবেদনপত্র এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করবেন। সবকিছু সঠিক এবং যথাযথ থাকলে আবেদনপত্র গ্রহণকারী কর্মকর্তা পরিচিতি প্রতিপাদনের নির্ধারিত স্থানে প্রার্থীর/জমাদানকারীর প্রাপ্তি স্বীকারমূলক স্বাক্ষর গ্রহণ করে প্রবেশপত্র আলাদা করবেন। আবেদনপত্র হতে আলাদাকৃত প্রবেশপত্রের ছবির উপরে সরকারি কর্ম কমিশনের সীল এবং ইস্যুকারী কর্মকর্তার জন্য নির্ধারিত স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সীল স্বাক্ষর প্রদান করে প্রার্থীকে প্রবেশপত্র প্রদান করবেন। **উল্লেখ্য, কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকা এবং আঞ্চলিক কার্যালয় চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেটে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।**

১৭। **ছাড়পত্রঃ**

প্রিলিমিনারী টেষ্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যারা সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত তাদের জন্য যথাসময়ে কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত বিপিএসসি ফর্ম-২ এর সাথে সংযুক্ত ছাড়পত্রের ফর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সীল স্বাক্ষর গ্রহণ করে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

১৮। **প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্টঃ**

(ক) প্রার্থীদেরকে ১০০(একশত) নম্বরের একটি লিখিত Multiple Choice Question (MCQ) type প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্ট-এ অংশগ্রহণ করতে হবে। কম্পিউটারের মাধ্যমে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে।

(খ) এই পরীক্ষায় মোট ১০০ (একশত)টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ নম্বর পাবেন, তবে ভুল উত্তর দিলে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা হবে। পরীক্ষার জন্য পূর্ণ সময় দেয়া হবে ১ ঘন্টা।
সাধারণ বাংলা, সাধারণ ইংরেজি, সাধারণজ্ঞানঃ বাংলাদেশ বিষয়াবলী, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং মানসিক দক্ষতা ও গাণিতিক যুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশ্ন করা হবে।

(গ) উত্তরপত্রে প্রশ্নপত্রের সেট কোড নম্বর না লিখলে অথবা ভুল লিখলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।

(ঘ) যে সকল প্রার্থী প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্টে উত্তীর্ণ হবেন এবং যাদের বিপিএসসি ফরম-২ সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত পাওয়া যাবে শুধুমাত্র তারাই বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

১৯। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার বিষয়সমূহ ও নম্বর বন্টনঃ মোট নম্বর ১১০০ (মৌখিক পরীক্ষাসহ)

(১) সাধারণ ক্যাডারের জন্য-

(ক) বাংলা	.....	২০০
(খ) ইংরেজি	.....	২০০
(গ) বাংলাদেশ বিষয়াবলী	.....	২০০
(ঘ) আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী	....	১০০
(ঙ) গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	....	১০০
(চ) সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	....	১০০
(ছ) মৌখিক পরীক্ষা	.....	২০০
	সর্বমোট = ১১০০	

(২) প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য-

(ক) বাংলা	.....	১০০
(খ) ইংরেজি	.....	২০০
(গ) বাংলাদেশ বিষয়াবলী	....	২০০
(ঘ) আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী	....	১০০
(ঙ) গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	....	১০০
(চ) সংশ্লিষ্ট পদের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়	.....	২০০
(ছ) মৌখিক পরীক্ষা	.....	২০০
	সর্বমোট = ১১০০	

২০। লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর গড়ে ৫০%, মৌখিক পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪০%। লিখিত পরীক্ষায় কোন বিষয়ে ২৫% নম্বরের কম পেলে তিনি উক্ত বিষয়ে কোন নম্বর পাননি বলে গণ্য হবে। কেবলমাত্র লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন। লিখিত এবং মৌখিক উভয় পরীক্ষায় আলাদা আলাদাভাবে পাস করতে হবে।

২১। **স্বাস্থ্য পরীক্ষাঃ**

কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের জন্য প্রার্থীদিগকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল বোর্ডের সম্মুখে হাজির হতে হবে। মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকালীন সময়ে প্রার্থীদের নিম্নোক্ত দৈহিক যোগ্যতা থাকতে হবেঃ

			ন্যূনতম উচ্চতা	ন্যূনতম ওজন
(১) বিসিএস (পুলিশ) এবং বিসিএস (আনসার) ক্যাডারের জন্যঃ	(১)	পুরুষ প্রার্থীঃ	৫'.৪" (১৬২.৫৬ সেঃ মিঃ)	১২০ পাউন্ড (৫৪.৫৪ কেজি)
	(২)	মহিলা প্রার্থীঃ	৫' (১৫২.৪০ সেঃ মিঃ)	১০০ পাউন্ড (৪৫.৪৫ কেজি)
			ন্যূনতম উচ্চতা	ন্যূনতম ওজন
(২) অন্যান্য ক্যাডারের জন্যঃ	(১)	পুরুষ প্রার্থীঃ	৫' (১৫২.৪০ সেঃ মিঃ)	৯৯.১১ পাউন্ড (৪৫ কেজি)
	(২)	মহিলা প্রার্থীঃ	৪'.১০" (১৪৭.৩২ সেঃ মিঃ)	৮৮.১০ পাউন্ড (৪০ কেজি)

উপরে উল্লিখিত শারীরিক উচ্চতা না থাকলে কোন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। উল্লেখ্য কোন প্রার্থীর উপরোক্ত ওজন না থাকলে তিনি অস্থায়ীভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। প্রার্থীদিগকে বিধি অনুযায়ী দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। অন্যান্য স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাবলী যথাসময়ে জানানো হবে।

২২। **লিখিত পরীক্ষায় উত্তরদানের ভাষাঃ**

বাংলা, ইরেজি ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট ভাষাতেই লিখতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর বাংলা বা ইংরেজি এর যে কোন একটিতে লিখতে হবে। একটি বিষয়ের উত্তরে উভয় ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। কোন বিষয়ের প্রশ্নপত্রে অন্য কোনরূপ নির্দেশ থাকলে উক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ঐ নির্দেশ অনুযায়ী প্রশ্নোত্তর লিখতে হবে।

২৩। **পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহঃ**

বিজ্ঞাপনের ৬নং অনুচ্ছেদের বর্ণনা অনুযায়ী প্রার্থী যে কেন্দ্রের ফর্ম ক্রয় করবেন সে বিভাগীয় কেন্দ্রেই তাকে পরীক্ষা দিতে হবে। প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্ট/লিখিত পরীক্ষা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রার্থী কর্তৃক প্রার্থিত কোন কেন্দ্রে প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্ট/লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কেন্দ্রে প্রার্থীকে প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্ট/লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
কেন্দ্র পরিবর্তনের কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

২৪। এই বিজ্ঞপ্তিতে যেসকল শর্ত আরোপ করা হলো তা যদি আবেদনপত্র এবং এর সংগে প্রদত্ত ফর্মের কোন শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তা হলে এই বিজ্ঞপ্তির শর্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তবে কোন বিষয় অনুল্লেখিত থাকলে অথবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে কমিশন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দিবে।

২৫। (ক) পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন দরকারী বা অন্যান্য চিঠিপত্র বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, পুরাতন বিমান বন্দর ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

(খ) প্রার্থীর ঠিকানায় কোন পরিবর্তন হলে প্রার্থীর রেজিঃ নম্বর উল্লেখপূর্বক কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)কে যথাসময়ে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

২৬। **ফলাফল ও পুনঃ নিরীক্ষণ (Re-scrutinising) সংক্রান্ত তথ্য প্রদানঃ**

প্রার্থীদের পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং কোন অবস্থাতেই কোন প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধিকে ইহা প্রদর্শন করা হবে না। চূড়ান্ত সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণের পর কোন প্রার্থী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) বরাবর দরখাস্ত করতে পারবেন। এ ধরনের আবেদন যথা পদ্ধতিতে প্রক্রিয়ায়ন (Process) শেষে কমিশন কর্তৃক নিস্পন্ন করা হবে। পরবর্তীতে কোন প্রার্থী নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষণের **(Re-scrutinising)** জন্য দরখাস্ত করলে কমিশন কর্তৃক নিরুপিত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়ায়ন (Process) শেষে তা নিস্পন্ন করা হবে। পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর অর্থাৎ চূড়ান্ত সুপারিশ প্রেরণের পর পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নম্বর প্রাপ্তির জন্য কমিশন কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বান করা হবে।

২৭। কোন প্রার্থী আবেদনপত্রে জ্ঞাতসারে কোন ভুল/মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করলে বা টেম্পারিং করলে বা কোন জাল সার্টিফিকেট দাখিল করলে বা বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের কোন অংশ বা প্রবেশপত্রে টেম্পারিং বা পরিবর্তন করলে বা পরীক্ষার হলে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করলে, অসদুপায় অবলম্বন করলে বা প্রতারণার আশ্রয় নিলে তাঁকে শুধু এই পরীক্ষার জন্যই নয় বরং কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী অন্য যে কোন পরীক্ষার জন্য এমন কি সরকারি চাকুরীর জন্যও অযোগ্য করা হতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে প্রার্থীকে ফৌজদারী আইনে সোপর্দও করা যেতে পারে। নিয়োগের পর এ জাতীয় কোন ভুল তথ্য প্রকাশ পেলে প্রার্থীকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২৮। **বিশেষ নির্দেশনাঃ**

৩১তম বিসিএস পরীক্ষার প্রার্থীদের আবেদনপত্র জমাদানের সময় জেলা প্রশাসকের দফতরের কাউন্টার থেকে প্রাথমিক স্ক্রুটিনির পর তাৎক্ষণিকভাবে প্রবেশপত্র দেয়া হবে। ফলে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ ১০ দিন জমাদানের কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন এবং প্রচন্ড ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখসমূহে দীর্ঘ লাইন এবং প্রচন্ড ভিড় এড়ানোর জন্য আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে যথাশীঘ্র আবেদনপত্র দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২৯। **বিপিএসপি ফর্ম-১ এর নমুনা (ব্যবহারের জন্য নয়) এবং এই বিজ্ঞাপন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের** www.bpsc.gov.bd **ওয়েব সাইট-এ দেখা যাবে।**

৩০। **৩১তম বিসিএস এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদের সুপারিশ প্রাপ্ত নয় এমন প্রার্থীদের ১ম শ্রেণীর নন-ক্যাডার গেজেটেড পদে নিয়োগ প্রদানঃ**

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ৩১তম বিসিএস এর বিজ্ঞাপিত ক্যাডার সার্ভিস বা পদে যেসকল প্রার্থী সুপারিশ পাবেন না সে সকল প্রার্থীর মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম শ্রেণীর নন-ক্যাডার গেজেটেড প্রারম্ভিক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১০-০৫-২০১০ তারিখে জারিকৃত "নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর শর্তাবলী অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তবে চাকুরী প্রদানের কোন নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছেনা; পদের শূণ্যতা এবং প্রার্থীর একাডেমিক উপযোগিতার উপর নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ নির্ভর করে। সংশ্লিষ্ট পদের অনুরোধপত্র কমিশনে প্রাপ্তির তারিখের ক্রম ও সংখ্যা অনুসারে পর্যায়ক্রমে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হবে। নিয়োগার্থে সুপারিশকৃত মোট পদের সংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ) বা তদূর্ধ্ব হতে পারে।

[হাতে সময় নিয়ে সতর্কতার সাথে স্ব-হস্তে ফর্ম পূরণ করুন]

আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)

[পড়াশোনা এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করুন]

জিডি-৪৮৩